৪ জানুয়ারী ২০২১

করোনাকালে দেশে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ[১]

ভূমিকা

বৈশ্বিক করোনা বা কভিড-১৯ মহামারির কারণে সারা বিশ্বের জন্য ২০২০ সাল একটি বহুমুখী অতি পীড়াদায়ক বছর ছিল। করোনাকাল এখনও বিরাজমান— অনেক দেশে দ্বিতীয় ঢেউ সদর্পে ছোবল হানছে। কখন সহনশীল অবস্থা ফিরে আসবে সেসম্বন্ধে এখনও সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় যদিও টিকা (ভ্যাকসিন) আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এর প্রয়োগও শুরু হয়েছে। উন্নত দেশসমূহ দ্রুত তাদের নাগরিকদের টিকাদান সম্পন্ন করতে পারলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহে পর্যাপ্ত টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং টিকাদান সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগবে। এবছর অর্থাৎ ২০২১ সাল হোক করোনা মহামারি এবং এর আর্থ-সামাজিক ভিত লন্ডভন্ড-করা অভিঘাত থেকে উত্তরণ ও পুনর্জাগরণের পথ রচনার বছর। তবে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রক্রিয়া ন্যায্যভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে।

বাংলাদেশে ২০২০ সালের ৮ মার্চ থেকে করোনা সংক্রমণ শুরু হয়। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মানুষের জীবন জীবিকার উপর ব্যাপক বিরূপ প্রভাব পড়ে। একদিকে সংক্রমণ ও মৃত্যু বাড়তে থাকে এবং অপরদিকে অর্থনীতিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস নামে। বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের অসংখ্য পরিবারের পারিবারিক অর্থনীতি বিদ্বস্ত হয়ে পড়ে।

একদিকে সংক্রমণ ও মৃত্যু ঠেকাতে এবং অপরদিকে অর্থনৈতিকভাবে বিদ্বস্ত কোটি মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করতে এবং তাদের পুনর্বাসন ও ঘুরে দাঁড়ানো নিশ্চিত করতে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। পাশাপাশি আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং বিত্তবান ব্যক্তি মানুষের এই প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথ দায়িত্ব পালন জরুরি হয়ে পড়ে। সরকারের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দুরদর্শী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অন্য সকলের সহযোগী প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এই মহামারির বিস্তার এবং এর আর্থ-সামাজিক অভিঘাত অন্য অনেক দেশের তুলনায় সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে।

এই লেখায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থা পরিচালিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে (প্রায় ১০,০০০ শাখা) এক কোটি ৪০ লক্ষাধিক পরিবারকে আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ প্রদান করছে। একটি আদর্শ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় উপযুক্ত কর্মসূচি ও উন্নয়ন কৌশল নিয়ে সবসময় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ায়। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। গত মার্চ ২০২০-এ বাংলাদেশে করোনার সংক্রমণ দেখা দেয়ার পর সরকার ২৬ মার্চ-২০২০ থেকে দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এ সময়ে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। বাস্তবতা বিবেচনা করে সাধারণ ছুটি ৩০মে ২০২০ পর্যন্ত প্রলম্বিত করা হয়, অর্থাৎ একটানা দীর্ঘ ৬৬ দিন কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে। পিকেএসএফ সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও জরুরি ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে পরামর্শ দেন। সে মোতাবেক পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে।

পিকেএসএফ-এর কার্যপদ্ধতির একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত ও বিস্তারিত নজরদারি করে যথাযথভাবে এবং সচ্ছতার সঙ্গে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা। সাধারণ ছুটির আওতায় ৬৬ দিন প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ড বন্ধ থাকার সময় অবশ্যই বিভিন্ন রকম বিঘ্ন ঘটে। জুন মাস থেকে আস্তে আস্তে কার্যক্রমসমূহ শুরু হওয়ার পরও অবস্থার উন্নতি হতে সময় লাগে এবং মাঠ পর্যায়ে কোথাও কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা হয়। সেজন্য মাঠপর্যায়ে তদারকি শুরু করা হয় এবং এগিয়ে নেয়া হয় প্রায়

---

[১] ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান। তিনি একজন অর্থনীতিবিদ, সমাজচিন্তক ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ।

এই প্রবন্ধ তৈরিতে পরামর্শের জন্য উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল কাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিনকেও পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। উপ-মহাব্যবস্থাপক দীপেন কুমার সাহা এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ হাবিবুর রহমানকে এই প্রবন্ধ তৈরিতে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। উল্লেখ্য, মোঃ হাবিবুর রহমান বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন।

করোনাপূর্বকালে স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন করা হতো প্রায় সেই পর্যায়ে। অন্যান্য কর্মকর্তাতো বটেই, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ মাঠ পর্যবেক্ষণে যেতে শুরু করেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ার পর আবার মাঠ পরিদর্শন স্থগিত করা হয়। তবে অন-লাইনে তদারকি জোরদার করা হয়। বর্তমানে মাঠ পরিদর্শন আবার শুরু করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

মহামারিকালে ঋণ লেনদেনে সংবেদনশীলতা

বৈশ্বিক মহামারি সৃষ্ট অচলাবস্থায় দরিদ্র সদস্যদের কষ্ট লাঘবে পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের নিকট হতে প্রাপ্য ঋণের কিস্তি আদায়ে নমনীয়তার নীতি অনুসরণ করতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। যে কোনো দুর্যোগে এরকমটি করা হয়, আর এবারতো মহামারি, বৈশ্বিক মহামারি। উল্লেখ্য, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ঋণের কিস্তি আদায় না করতে এবং এ সময়ের প্রাপ্য ঋণের কিস্তি শ্রেণিকরণ না করার জন্য সকল অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এই নির্দেশনা অনুসরণ করে। সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সদস্যদেরকে, বিশেষ করে অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে সহযোগী সংস্থাসমূহ সহায়তা প্রদান করে।

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উদ্যোগ

'ডিজিট্যাল বাংলাদেশ' রূপায়ণে সরকারের অবকাঠামোগত আয়োজনকে কাজে লাগিয়ে কোভিড-১৯-এর কারণে সাধারণ ছুটির মধ্যেও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সম্ভাব্য সব তৎপরতা অব্যাহত থাকে। এ সময়ে অনলাইনে সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা করা হয়। ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহীগণ হতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থা এবং করোনার প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সময়ে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের সহায়তার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং পিকেএসএফ থেকে অর্থ সহায়তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদানেরও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা কার্যকর করা হয়।

বিগত ১৪ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটির এক সভায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন; পিকেএসএফ-এ কর্মরত সকলের বৈশাখী ভাতার ৪০% অর্থ দিয়ে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব উদ্যোগে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ; পিকেএসএফ-এর প্রোগ্রাম সাপোর্ট ফান্ড থেকে এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এরপর ১৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদানের বিষয়ে তাদের সম্মতি জানায়। এ সময়ে দেশের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগণের তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তরণে সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে ঋণ কার্যক্রম চালু করার বিষয়ে সরকারের অনুমতি চাওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

করোনা মহামারি মোকাবিলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম

সাধারণ ছুটি চলাকালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের পাশে থেকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ব্যবহার ও সাবান দিয়ে ঘন ঘন ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরামর্শ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে ২৭.০ কোটি টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করেছে। এরমধ্যে রয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ যা প্রায় ৩.৩৫ কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-কে প্রেরণ; প্রায় ৮.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আলু, তেল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রীর ১৩৪,৪৩৮ টি প্যাকেট বিতরণ; প্রায় ১২ দশমিক ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী যেমন-হ্যান্ড গ্লোভস, সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই ইত্যাদি বিতরণ এবং প্রায় ২ দশমিক ০৭ কোটি টাকা স্থানীয় প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের তহবিলে নগদে প্রদান। এছাড়া করোনায় আক্রান্তদেরকে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর অনেক সহযোগী সংস্থা তাদের ডাক্তার ও নার্সদের সমন্বয়ে টিম গঠন করে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে। এ সকল সহায়তার বাইরেও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে করোনা আক্রান্তদেরকে বিশেষ চিকিৎসা সেবাসহ অনেক ধরনের সেবা প্রদান অব্যাহত রাখে।

পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার তহবিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বিগত ১০ মে ২০২০ তারিখে চার কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে আমি এ চেক হস্তান্তর করি। এ সময়ে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা

পরিচালক আমার সাথে ছিলেন। এসময় আমি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার দেশের অতিক্ষুদ্র প্রায় এক কোটি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে সহায়তা ও প্রণোদনা দ্রুত পৌছানোর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করি। বাস্তববাদী প্রধানমন্ত্রী এবিষয়ে নজর দেয়া হবে বলে আশ্বস্থ করেন।

ঋণ কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালুকরণ

পিকেএসএফ-এর সহযোগী এনজিও-এমএফআইদের ঋণ কার্যক্রম চালু করতে অনুমতি দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর পিকেএসএফ থেকে অনুরোধ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সকল জেলা প্রশাসককে এনজিও এমএফআইদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য পরামর্শ দিয়ে পত্র দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ৩০ জুন ২০২০ হতে এ পর্যন্ত (নভেম্বর ২০২০) পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। একই সময়ে মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের ঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা। আর্থিক পরিষেবার পাশপাশি পিকেএসএফ অ-আর্থিক ও কারিগরি সেবাসমূহও পুরোদমে চালু করেছে। ফলে দরিদ্র সদস্যরা দ্রুত তাদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে।

পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে গ্রামীণ বিভিন্ন খাতে সরকারি প্রণোদনা

করোনা সংক্রমণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক খাতসমূহের পুনরুদ্ধারে সরকার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসাকে গুরুত্ব দিয়ে এ খাতের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। কুটির ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো এখনও প্রণোদনা পায়নি। প্রধানমন্ত্রীর অপর এক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা তহবিল বরাদ্দ রাখা হয়। এ বরাদ্দকৃত তহবিল থেকে ইতোমধ্যে ২৫০ কোটি টাকা গ্রহণ করে পিকেএসএফ Livelihood Restoration Loan কর্মসূচি নামে বিশেষ কর্মসূচির আওতায় অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। প্রথম পর্যায়ে গৃহীত ২৫০ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দ্বিতীয় ধাপে অবশিষ্ট ২৫০ কোটি টাকা পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ছাড়করণের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। পিকেএসএফ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। বরাদ্দের অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করা হলে পিকেএসএফ এ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগেষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

তবে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (CMSME) উদ্যোগ খাতের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলটি পিকেএসএফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকতর দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে এ বিবেচনায় এ তহবিলের একটি বড় অংশ পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিতরণের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের নিকট পিকেএসএফ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। সিএমএসএমই খাতের প্রায় ৯৯%ই কুটির ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ। এসব উদ্যোগ সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মসূচিসমূহের লক্ষ্যভুক্ত এবং এসব প্রতিষ্ঠানের গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে। তাই সংস্থাগুলো লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদেরকে অধিক কার্যকরভাবে আর্থিক সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং এ রকম অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত ঋণের বৃহদাংশ বাস্তবায়নের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

স্বল্প আয়ের মানুষ, ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত তিন হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা সহায়তার আওতায় পিকেএসএফ-এর কয়েকটি সহযোগী সংস্থা এতদ্বিষয়ক নীতিমালা অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ে ঋণ সহায়তা প্রদান শুরু করেছে। এই বিশেষ কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিজনিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সদস্যদেরকে সর্বোচ্চ ৯% সার্ভিসচার্জে ঋণ প্রদান করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এ তহবিল গ্রহণ করে মাঠ পর্যায়ে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্রদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে পিকেএসএফ উদ্বুদ্ধ করছে। তবে বিভিন্ন কারণে এই উদ্যোগটির বাস্তবায়ন গতি পাচ্ছে না।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে সাধারণ ছুটি পালনের পাশাপাশি শুরু থেকেই সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি ইউনিটের কর্মকর্তাগণ ফোনালাপসহ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।

সমৃদ্ধি ইউনিট থেকে 'করোনাকালীন কার্যক্রম পরিচালনা গাইডলাইন' প্রস্তুত করে ১১৫টির সহযোগী সংস্থার মাঠপর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যার আলোকে বর্তমানে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

করোনাকালীন সময়ে কয়েক মাস পিকেএসএফ থেকে মাঠপর্যায়ের পরিদর্শন স্থগিত থাকায় মাঠপর্যায়ের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি সহযোগী সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে প্যানেল লিডার ও প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে জুলাই মাসে অনলাইন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় সংস্থাসমূহের বিগত অর্থবছরের অর্জন, চলমান অর্থবছরের বাজেট সম্বন্ধে অবহিতকরণ এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই ধরনের ভার্চুয়াল সভা প্রয়োজনানুসারে আয়োজন করা হচ্ছে।

করোনা পরিস্থিতিতে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ৫১টি ইউনিয়নে চলমান ডিজিটাল হেলথ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সমৃদ্ধি ডিজিটাল হেলথ কার্যক্রমে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান 'সিএমইডি হেলথ লিমিটেড' এবং সহযোগী সংস্থাদের সাথে ২১, ২৩ ও ২৬ জুলাই ২০২০ তারিখে ৩টি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় ডিজিটাল হেলথ কার্যক্রম পরিচালনাসহ করোনকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তার এবং সেবাগ্রহিতাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ও পালস অক্সিমিটার ক্রয় করার জন্য সকল সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হয়।

সহযোগী সংস্থাগুলো জনগণের মাঝে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ১১৫টি সহযোগী সংস্থা ২০২টি ইউনিয়নে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলায় করোনাকালে অর্থনৈতিকভাবে বিদ্বস্ত মানুষদের মাঝে চাল, ডাল, আলু, তেল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রী বিতরণ; সংশ্লিষ্টদের মাঝে হ্যান্ড গ্লোভস, সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই ইত্যাদি জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ; এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের তহবিলে নগদ অর্থ প্রদান করেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ সর্বমোট ৬.২৪ কোটি টাকা কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগে খরচ করেছে। এছাড়া করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা-পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কিছু কিছু সহযোগী সংস্থা তাদের নিজস্ব ডাক্তার ও নার্সদের সমন্বয়ে টিম গঠন করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। কয়েকটি সংস্থা তাদের অফিস/গেস্ট হাউস/ট্রেনিং সেন্টারে ডাক্তার ও নার্সদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। এতদ্ব্যতীত কোভিড-১৯ মোকবিলায় সহযোগী সংস্থাগুলো স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের পরামর্শে সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে।

করোনা পরিস্থিতিতে পিকেএসএফ-এর কোভিড-১৯ পরিদর্শনকালীন গাইডলাইন অনুসরণ করে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সমৃদ্ধি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ১১৫টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে সমৃদ্ধি ইউনিটের তিনটি প্যানেল হতে মোট ৬৬টি সহযোগী সংস্থার সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। এ সকল পরিদর্শনে সার্বিক কার্যক্রমের মান সন্তোষজনক পাওয়া যায়। তবে কোভিড-১৯ এর কারণে মাঠ পর্যায়ে ঋণ চাহিদা কম থাকায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে কিছুটা ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে ২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবীণ কর্মসূচীসহ সমৃদ্ধির আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ।

শিক্ষা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে দেশের ২০২টি ইউনিয়নে ৬,২৩১টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে মোট ১,৬৫,০৮৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সরকারি নির্দেশনা মেনে উক্ত শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রসমূহ ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে, শিক্ষকগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে তাদের পড়ালেখা তদারকি করেছেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সঙ্গে এই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করে বর্তমানে ১৬টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। অন্যান্য ইউনিয়নে অভিভাবকদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চালু করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদন গ্রহণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সমৃদ্ধিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ সালের মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্যক্যাম্প এবং চক্ষুক্যাম্প আয়োজন স্থগিত ছিল। তবে, স্ট্যাটিক ক্লিনিক পরিচালনাসহ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং পরিদর্শকগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়মিত খানা পরিদর্শন করে স্থানীয় জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছিল। ইতোমধ্যে স্থানীয় প্রশাসনের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করে ৯১টি ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিক শুরু হয়েছে এবং অন্যান্য ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদন গ্রহণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত (মার্চ থেকে আগষ্ট পর্যন্ত বন্ধ ছিল) ৫৯,১৭০টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৫৪০,৯২৬ জন সেবাগ্রহিতা উপস্থিত ছিলেন; ৩,১১৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১০৮,১০৭ জন রোগী সেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, ১০৬টি স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৩৯,৭৫১ জন রোগী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ৭০টি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন করার মাধ্যমে ১১,৭৫১ জনের ছানি অপারেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যক্যাম্প ও বিশেষ চক্ষুক্যাম্পসমূহ বছরের শুরুতে অর্থাৎ ২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ (২৬ মার্চ সাধারণ ছুটি ঘোষণা পর্যন্ত) সময়ে সম্পাদিত হয়।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ৭-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ৩৭০ জন সমৃদ্ধির স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে ৭টি ব্যাচে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) শীর্ষক দুইদিনব্যাপী ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে সহযোগী সংস্থাগুলো ১,৩১৪টি অক্সিমিটার, ১,৩৭৩টি ইনফ্রারেড থার্মোমিটার এবং প্রয়োজনীয় পিপিই/মাস্ক ক্রয় করেছে এবং এই খাতে ৭৭ দশমিক ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত ব্যয় সংস্থাগুলো স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আয় থেকে বহন করেছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমটির আওতায় করোনা পরিস্থিতিতে যুব সদস্যগণ এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এছাড়া এলাকার সাধারণ জনগণের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার ইত্যাদি বিতরণ করেছে। এই সকল সামাজিক কাজে ২০২টি ইউনিয়নের যুব সদস্যগণ নিজ উদ্যোগে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এক কোটি ৫২ বায়ান্ন লক্ষ টাকা খরচ করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে যুবদের মাঝে কবিতা লেখা, প্রবন্ধ/গল্প রচনা, ছবি আঁকা এবং সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা (একক/যৌথ) বিষয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন চলমান রয়েছে। উক্ত প্রতিযোগিতার অগ্রগতি নিয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী এবং সংস্থাসমূহের প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতা সমন্বয়ের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে বিগত ১৩ ডিসেম্বর তারিখে একটি ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়।

সমৃদ্ধির ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধির ঋণ সাধারণত অর্থবছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং মে-জুন এই সময়ে বেশি বিতরণ হয়ে থাকে। তবে চলতি অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর কারণে মাঠ পর্যায়ে ঋণ চাহিদা কম থাকায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে কিছুটা ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২০-এর জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর সময়ে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে সমৃদ্ধি ঋণের আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম খাতে ১৫৭ দশমিক ৬৯ কোটি টাকা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম খাতে তিন দশমিক ১৯ কোটি টাকা এবং সম্পদসৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম খাতে চার দশমিক ৬২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। সহযোগী সংস্থা থেকে মাঠপর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম খাতে ৪৪৮ দশমিক ০৮ কোটি টাকা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম খাতে নয় দশমিক ২১ কোটি টাকা এবং সম্পদসৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম খাতে ২৮ দশমিক ৭৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রবীণ কর্মসূচি

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিটি ১০৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২১৮টি ইউনিয়নে (সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত ইউনিয়ন ১৮৩টি এবং সমৃদ্ধি বহির্ভূত ৩৫টি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং আনন্দঘন পরিবেশে জীবনযাপন করার জন্যে ৯৮টি প্রবীণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতেও প্রতিটি ইউনিয়নে নির্বাচিত ১০০ জন প্রবীণকে (যারা এখনও সরকারি প্রবীণ ভাতা পান না) মাসিক পাঁচশত টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর সময়ে সরকারি ভাতা না-পাওয়া ৭২,৮০১ জন প্রবীণকে ৯ দশমিক ৫১ কোটি টাকা পরিপোষক ভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২,৬৬৪ জন প্রয়াত প্রবীণদের সৎকারের জন্যে এককালীন প্রতি পরিবারকে দুই হাজার টাকা হিসেবে মোট ৫৪ দশমিক ৩৪ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক সংস্থার সহযোগিতায় কভিড-১৯ কালীন কার্যক্রম

স্বকর্ম ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ), বিশ্ব ব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বর্তমানে চারটি প্রকল্প এবং যুক্তরাজ্য ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অর্থায়িত

একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে পিকেএসএফকে প্রদান করে। অবশ্য প্রকল্প নেগোসিয়েশনে পিকেএসএফ অংশগ্রহণ করে।

উপর্যুক্ত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আর্থিক পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উপ-খাতভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে এ প্রকল্পসমূহের স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারকারী দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে, এ খাতটির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ পুনরুদ্ধারে বিশেষ কৌশল গ্রহণ করা হয়। এ সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎপাদন ও বিপণন কর্মকাণ্ড চালু করতে ১৫টি প্রোটোকল বা গাইডলাইন প্রণয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাদেরকে প্রেরণ করা হয়। এ প্রটোকলগুলোর মধ্যে কৃষি পণ্য ও কৃষি পণ্যের সরবরাহ চেইন চলমান রাখা; গবাদিপশু পালন ও পণ্য উৎপাদন ও এ খাতের সরবরাহ চেইন চলমান রাখা; মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ চেইন চলমান রাখা; মৎস্য হ্যাচারি পরিচালন; বিভিন্ন ম্যানুফেকচারিং কারখানা যেমন- প্রক্রিয়াজাতকরণ, মিনি গার্মেন্টস, জুয়েলারি, পাদুকা করাখানা ইত্যাদি পরিচালন; যানবাহন ব্যবহার ও পণ্য পরিবহন; পাইকার, আড়ৎ, চেইন শপ চালু রাখা; বাজার ব্যবস্থাপনা (খুচরা বাজার, মোকাম ইত্যাদি); অনলাইনভিত্তিক বাজার ও হোম ডেলিভারি ব্যবস্থাপনা; সহযোগী সংস্থাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রম পরিচালন; সমিতির সভা পরিচালন; বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অফিসে গমনাগমন; এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি (ওরিয়েন্টশন, প্রশিক্ষণ, প্রচারপত্র ইত্যাদি সরবরাহ), সামাজিক দূরত্ব ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা (মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য প্রার্থনালয়; পরিবহন; বাজার; রেস্তোরা ইত্যাদিতে গমনাগমন) বিষয়ক গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এ সকল প্রোটোকল অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে শুরু করে। বর্তমানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতভুক্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

ইফাদ-এর সহযোগিতা

ইফাদের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization and Enterprise (PACE) প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ এ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রকল্পের শেষ বছরের কর্মকাণ্ড ব্যাহত হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরবর্তী ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করতে ও এগিয়ে নিতে আরও ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য সরকারের মাধ্যমে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ইফাদকে অনুরোধ জানানো হলে ইফাদ তাতে সম্মত হয়ে একটি অতিরিক্ত অর্থায়ন মিশন (Additional Financing Mission) পরিচালনা করে। এ মিশন বর্ণিত মেয়াদ বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য সুপারিশ করে। সম্প্রতি ইফাদ-এর বোর্ড সভায় এ অতিরিক্ত অর্থায়ন অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, মূল প্রকল্পের আওতায় ইফাদ ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করেছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে প্রকল্প কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলেও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে মাঠ পর্যায়ে সংক্রমণের বিরূপ প্রভাব প্রতিনিয়ত অবহিত হয়ে অনলাইনে দিক-নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত ছিল।

করোনার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিপণনের জন্য এ সময় ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চালডাল ডট কম, অর্গানিক অনলাইন বিডি, ইত্যাদি ডট কম, বগুড়া হোম মার্ট, হেলদি খানসহ বিভিন্ন ই-কমার্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে এ সময়ে পণ্য বন্টন ও বিপণন প্রক্রিয়া চালু রাখার প্রয়াস নেয়া হয়। এতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ এবং তাদের উদ্যোগে নিয়োজিত উৎপাদনকর্মীগণ লাভবান হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মোবাইল এ্যাপস ব্যবহার করে উপযুক্ত আর্থিক সেবা দিতে মোবাইল ব্যাংকিং সম্প্রসারণেও কাজ করা হয়েছে। ইফাদের সুপারভিশন মিশন জুম মিটিং-এর মাধ্যমে চলতি বছরের প্রকল্প মূল্যায়ন কাজ শেষ করেছে। মূল্যায়নে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে প্রকল্পের কর্মকাণ্ডসমূহ সচল রাখতে পিকেএসএফ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার তৎপরতা মিশন সদস্যদের প্রশংসা অর্জন করেছে। এ প্রকল্পের উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডগুলো দেশে-বিদেশে প্রতিরূপায়নের বিষয়েও তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, PACE প্রকল্পটি বিশ্বে ইফাদ অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সার্বিক কার্যকারিতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর সহযোগিতা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়সম্বলিত বাস্তবায়নাধীন Microenterprise Development Project (MDP)-এর আওতায় বরাদ্দকৃত সমুদয় তহবিলের ব্যবহার সম্পন্ন হওয়ায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় উদ্যোক্তাদের অব্যাহত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এডিবি হতে অতিরিক্ত ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন প্রাপ্তি বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়েছে। মূলত অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের আওতায় বৈশ্বিক মহামারিকালীন সময়েও মাঠ পর্যায়ে উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মূলধন খরচ কমাতে এ প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের উপর সার্ভিস চার্জের হার এমআরএ নির্ধারিত প্রচলিত ২৪% থেকে ১৮% এ নামিয়ে আনা হয়েছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবারসমূহ পিকেএসএফ-কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Programme (SEIP) নামক প্রকল্প হতে ৫,০০০ টাকা করে প্রদানে সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রায় ১,৯৯৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৯৭.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পিত প্রশিক্ষণসমূহ সাধারণ ছুটিতে স্থগিত রাখা হলেও ছুটি পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে পিকেএসএফ ১৮ হাজার তরুণ-তরুণীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে এ সকল তরুণ-তরুণীর ৭৫% বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভ করেছে, অনেকে নিজেরা উদ্যোক্তা হয়েছে।

অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উচ্চমূল্যমানের কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এসকল উদ্যোক্তাদের জীবনমান উন্নয়নে ইফাদের অর্থায়নে পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০২০ হতে Rural Microenterprise Transformation নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। করোনাকালের মধ্যেও প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবা প্রদান শুরু হয়েছে। গত নভেম্বর (২০২০) মাসে এ প্রকল্পের প্রথম সুপারভিশন মিশন পরিচালিত হয়। প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যাদির অগ্রগতিতে মিশন সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকসহ বিভিন্ন উদ্যোগে সম্পৃক্ত চার দশমিক ৪৫ লক্ষ ব্যক্তি সরাসরি উপকৃত হবেন।

বিশ্বব্যাংক-এর সহযোগিতা

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত Sustainable Enterprise Project (SEP)-এর মাধ্যমে এ সময়ে কোভিড-১৯ হতে সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জরুরি সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মকাণ্ড পরিচালনা, সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সরাসরি ও অনলাইনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন কারিগরি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা, প্রকল্পের সহায়তায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা, মিনি গার্মেন্টস উপ-খাতের অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রকল্প ইউনিটের কারিগরি সহায়তায় মাস্ক এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন ও বিতরণ, অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডভিত্তিক কোভিড-১৯ নিরাপত্তা প্রটোকল প্রতিপালন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়নে কমন সার্ভিস সেন্টার স্থাপন, পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি সহায়তা ও আর্থিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২০২১ সালের প্রথম প্রান্তিকে পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করতে যাচ্ছে। এ প্রকল্পটিতে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন পরিবারের সদস্য এবং কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীতা বৃদ্ধির পাশপাশি স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে। করোনাকালীন সময়ের মধ্যে এ প্রকল্পের দু'টি Virtual Mission ও একটি Appraisal Mission সম্পন্ন হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ২০২১ হতে ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে Bangladesh Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের Convergence Approach অনুসরণ করে বিশ্বব্যাংকের বিদ্যমান দুটি প্রকল্পের কর্ম এলাকা হিসেবে রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১৮টি জেলার ৭৮টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ঋণ প্রদান পূর্বক পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ করা হবে। প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী ৬১টি সহযোগী সংস্থাকে প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পে পিকেএসএফ এর অংশের ১৮৪ দশমিক ৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে ১৩৫ দশমিক ৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ হিসাবে এবং অবশিষ্ট ৪৯ দশমিক ১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান হিসেবে প্রদানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হবে। ঋণের মাধ্যমে ১০ লক্ষ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারে পানি সরবরাহের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে বিগত ৯-১৭ জুন ২০২০ তারিখে বিশ্বব্যাংক-এর Virtual Appraisal Mission প্রকল্পটির ডিজাইন তৈরি করে। বিগত ১২ আগষ্ট তারিখে প্রকল্প সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা এবং ২০ আগষ্ট তারিখে অনলাইনে বিশ্ব ব্যাংকের নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য (এফসিডিও) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর সহযোগিতা

বিশ্বব্যাপী আঘাত হানা কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় এবং অতিদরিদ্র সদস্যদের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় পিকেএসএফ পরিচালিত Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) বা সংক্ষেপে 'প্রসপারিটি' কর্মসূচির পক্ষ থেকে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কোভিড-১৯ মহামারির শুরুতে, ২০২০ সালের মে মাসে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে প্রসপারিটি কর্মসূচির কর্ম এলাকার শ্রমনির্ভর অতিদরিদ্র পরিবারের উপর একটি গুণগত গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এতে দেখা যায়, অতিদরিদ্র এসব খানার

বেশিরভাগই তাদের নিয়মিত আয়ের উৎস হারিয়ে চরম খাদ্য সংকটের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন। পরবর্তিতে কর্মসূচির উদ্যোগে জুন-জুলাই ২০২০ মাসে আরেকটি গবেষণার মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় দিক-নির্দেশনামূলক কিছু পলিসি গ্রহণ করা হয়। এই প্রেক্ষিতে কোভিড-১৯ মহামারি এবং সাইক্লোন আমফান এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতির প্রভাব মোকাবিলায় প্রসপারিটি কর্মসূচির পক্ষ থেকে প্রায় ৩০ হাজার অতিদরিদ্র সদস্যের জন্য ৩১ কোটি টাকা সমমূল্যের 'জরুরী সহায়তা কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য জীবনরক্ষাকারী সামগ্রী কেনার জন্য প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে মোট নয় হাজার টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর পাশাপাশি সাইক্লোন আমফানেও ভয়াবহভাবে বিধ্বস্ত সাতক্ষিরা জেলার গাবুরা ও আনুলিয়া ইউনিয়নের ২৮০০ অতিদরিদ্র খানাকে প্রসপারিটি কর্মসূচির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় ১০ লক্ষ লিটার খাবার পানি সরবরাহ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রসপারিটি কর্মসূচির জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের উদ্যোগে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডও (যেমন, দেশী, ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি পালন, ভাসমান খাঁচায় ও চৌবাচ্চায় মাছ চাষ, খানা পর্যায়ে পুষ্টি বাগান স্থাপন ও বাণিজ্যিকভাবে শাকসবজি উৎপাদন) চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অতিদরিদ্র পরিবারগুলো যেন সরকারের গৃহিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আসে এবং সেসব সুবিধা ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রসপারিটি কর্মসূচি, মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে অতিদরিদ্র সদস্যদের সরাসরি লিংকেজ স্থাপনেও কাজ করে চলেছে। করোনা মহামারির মধ্যে বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পুরোদমে অব্যাহত রাখতে এবং কর্মসূচির নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার্থে প্রসপারিটি কর্মসূচি একটি শক্তিশালী ভার্চুয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

এছাড়া প্রসপারিটি কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে সচেতন করে তুলতে কর্মসূচির উদ্যোগে একটি কোভিড-১৯ প্রটোকলও তৈরী করা হয়। এই প্রটোকলটি প্রসপারিটি কর্মসূচির সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের সাথে বৈঠকের সময় কঠোরভাবে মেনে চলা হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে অতিদরিদ্র সদস্যদের জীবনে এর প্রভাব ও ঝুঁকি মোকাবিলায় গৃহিত উদ্যোগের ফলে প্রসপারিটি কর্মসূচিকে পিকেএসএফ একটি 'কোভিড-১৯ জরুরি সহায়তা কর্মসূচি' হিসেবে দেখছে।

যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস বা এফসিডিও (প্রাক্তন ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত প্রসপারিটি প্রকল্পটি ২০১৯ থেকে ২০২৫ সাল ব্যাপী ছয় বছর মেয়াদে আড়াই লক্ষ খানার দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। প্রকল্পের মূল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ প্রকল্পভুক্ত ক্রস-কাটিং ইস্যুগুলোর সাথে সমন্বয় রেখে জীবিকায়ন, পুষ্টি এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্ট তিনটি বাস্তবায়ন করছে।

উপসংহার

বৈশ্বিক করোনা মহামারিজনিত বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠে আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কর্মকাণ্ডে আর্থিক, কারিগরি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য অ-আর্থিক সহায়তা প্রদান করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি ও গ্রামে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনতে পিকেএসএফ-এর মানবকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক উন্নয়ন প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে।